রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ২১, ২০২৩

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৩ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৮ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশে যেহেতু, হালাল খাদ্য দ্রব্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধনসামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যালস সহ অন্যান্য সামগ্রীর হালাল সনদ ও লোগো প্রদানের বিষয়ে সাধারণ দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর ১৬.০০.০০০০.০০৪.৫৫.০০১.২০.২৭৯, তারিখ : ০৮ অক্টোবর,২০২৩ এর নির্দেশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্ণরস নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করিল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম—(১)** এই নীতিমালা **'হালাল সনদ নীতিমালা-২০২৩'** নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেই তারিখে এই নীতিমালা প্রকাশ করিবে সেই তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে। এই নীতিমালা প্রণয়নের পর দেশে উৎপাদিত, বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিযোগ্য এবং বাংলাদেশে আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধন সামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যালসের জন্য হালাল সনদ ও লোগো ইসলামিক ফাউন্ডেশন হইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে হইবে।

মূল্য : টাকা ২০.০০

২। সংজ্ঞা—(১) 'ইসলামী শরীয়াহ' অর্থ কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস হইতে উদ্ভুত হুকুম আহকাম।

(২) **'হালাল'** অর্থ খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধন সামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যালস সহ যেই সকল দ্রব্য ইসলামী শরীয়াহ মানুষের ভোগ বা ব্যবহারের জন্য বৈধ করিয়াছে।

(৩) **'হারাম'** অর্থ ইসলামী শরীয়াহ যাহা মানুষের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে।

(৪) **'হালাল সনদ'** অর্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রদত্ত হালাল সনদ।

(৫) **'হালাল লোগো'** অর্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদিত লোগো।

(৬) **'কর্তৃপক্ষ'** অর্থ এই নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অর্থাৎ হালাল সনদ ও লোগো ইস্যু সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীর জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তথা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক। ইহা ছাড়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক হালাল সনদ প্রদানকারী কর্মকর্তা-যিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

(৭) **'বোর্ড'** অর্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস।

(৮) **'শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ'** অর্থ ন্যূনতম কামিল/দাওরায়ে হাদীস পাশ এবং মুফতি বা মুহাদ্দিস বা মুফাসসির হিসেবে সনদপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আলেম।

(৯) **'সরকার'** অর্থ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

(১০) **'কমিটি'** বলিতে এই নীতিমালার ১৫.৩ অনুচ্ছেদে গঠিত কমিটি।

(১১) **'পরিদর্শন কমিটি'** অর্থ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রদানকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১৫.১ অনুচ্ছেদে গঠিত কমিটি।

(১২) **'আইন'** অর্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট, ১৯৭৫।

(১৩) **'হালাল নিশ্চিতকরণ বিধান'** অর্থ হালাল খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধন সামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যালস উৎপাদন, প্যাকেটজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সকল স্তরে ইসলামী শরীয়াহর অনুসরণীয় বিধান।

(১৪) **'যবেহ'** অর্থ ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী মুখে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার উচ্চস্বরে উচ্চারণপূর্বক ধারালো ছুরি দ্বারা একজন পূর্ণ বয়স্ক, পূর্ণ বোধসম্পন্ন মুসলমান এবং যবাই প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক পশু/পাখির শরীরের ক্যারোটিড ধমনী, খাদ্যনালী, কণ্ঠনালীসহ জুগুলার শিরা কর্তন করা।

(১৫) **'নাহর'** অর্থ লম্বা গলা বিশিষ্ট প্রাণী, যেমন: উট-এর বুকের নিকট গলার নিম্নাংশ কর্তন।

(১৬) **'উত্তম উৎপাদন পদ্ধতি (জিএমপি)'** অর্থ যে পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়।

(১৭) **'উত্তম স্বাস্থ্যবিধি পরিচর্যা বা Good Hygiene Practies (GHP)'** অর্থ হালাল খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধন সামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যালস উৎপাদন বা প্রস্তুতকরণে অনুসরণীয় সেইসব হাইজিনিক ব্যবস্থাপনা যাহা খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধন সামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যালস প্রস্তুতকালে ব্যবহৃত উপাদান বা সরঞ্জামাদি, কারখানার পরিবেশ বা নিয়োজিত কর্মীর মাধ্যমে সম্ভাব্য অনুজীবীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া নিরাপদ ও মানসম্মত হালাল খাদ্য তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখিতে সক্ষম।

(১৮) **'জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুড'** অর্থ যে খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম-এর প্রোডাক্ট বা বাই প্রোডাক্ট মিশ্রিত থাকে।

(১৯) **'সনদ'** অর্থ তালিকাভুক্ত সামগ্রী/সামগ্রীসমূহ হালাল মান উত্তীর্ণ হইবার পর নির্দিষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের জন্য কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত হালাল সনদ।

(২০) **'নিরুপক (অ্যাসেসর)'** অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত উপযুক্ত ব্যক্তি, যিনি অবশ্যই **'শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ'** হইবেন এবং 'হালাল খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ' পদ্ধতি যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন।

(২১) **'কারিগরি দক্ষতা'** অর্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কারিগরিভাবে দক্ষ, কেমিস্ট, মাইক্রোবায়োলজিস্ট, খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান অথবা ডক্টর অব ভেটেরিনারী মেডিসিন (ডিভিএম) বা রেজিষ্টার্ড ভেটিরিনারী প্রাকটিশনার অথবা বিএসসি ইন ভেটেরিনারী সায়েন্স এন্ড এ্যানিমেল হাজবেন্ডরি অথবা বিএসসি (ফিশারিজ) অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক(সম্মান)/ স্নাতকোত্তর বা তদুর্দ্ধ ডিগ্রী।

(২২) **'প্রসাধন সামগ্রী'** অর্থ ঐ সকল বস্তু/সামগ্রী যাহা মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গে বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন : বহি:চর্ম, চুল, নখ, ঠোঁট, চোখ এবং গোপনাঙ্গের বহির্ভাগ অথবা দাঁত, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং মুখ গহবরে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি।

(২৩) **'সনদ ফি'** অর্থ নির্ধারিত মেয়াদে হালাল সনদ এবং লোগো ব্যবহারের জন্য সনদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের অনুকূলে প্রদেয় অর্থ।

৩। হালাল ও হালাল নয় এমন ভোগ্য পণ্যের তালিকা—পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস মোতাবেক যে সকল খাদ্যকে হালাল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাই হালাল খাদ্য। যে সকল খাদ্যকে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে তাহা হালাল নয় অর্থাৎ হারাম খাদ্য।

৩.১ হালাল প্রাণি, মৎস্য ও উদ্ভিদের তালিকা—(১) গৃহপালিত প্রাণি যেমন, গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, উট, মুরগি, রাজহাঁস, হাঁস এবং টার্কী ইত্যাদি।

(২) শিকারী নয় এমন বন্য প্রাণি যেমন হরিণ, অ্যান্টিলোপ (বিশেষ ধরণের হরিণ), চমোইস (কৃষ্ণসার হরিণ), বন্য গবাদি পশু।

(৩) শিকারী নয় এমন পাখিসমূহ যেমন-কবুতর, কোয়েল, চড়ুই, উটপাখি, স্টারলিং।

(৪) ঘাস ফড়িং।

(৫) সকল প্রকার মাছ, মাছের ডিম, চিংড়ী ও চিংড়ী জাতীয় মাছ, মাছের উপজাত দ্রব্য হালাল। তবে মাছ মরিয়া পঁচিয়া ফুলিয়া উঠিলে তাহা হালাল হইবে না।

(৬) ক্ষতিকারক/বিষাক্ত উদ্ভিদ ছাড়া সকল প্রকার উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত খাদ্যসমূহ (যেমন মাশরুম এবং বিটি বেগুন) হালাল। ক্ষতিকারক উপাদান অপসারণ করিবার পর সেটা মানব স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হিসাবে বিবেচিত হইলে তাহা হালাল হইবে।

৩.২। হালাল নয় এমন প্রাণির তালিকা—(১) হালাল জন্তু যাহা আল্লাহর নামে ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক হালাল পদ্ধতিতে যবাই করা হয় নাই; যাহা নাপাক, অপবিত্র ও অবৈধ;

(২) শুকর এবং তাহাদের বংশধর;

(৩) কুকুর এবং তাহাদের বংশধর;

(৪) মৃত প্রাণি;

(৫) মাংশাসী বা অন্যান্য জন্তু যাহা টানিয়া হেঁচড়াইয়া প্রাণি হত্যা করে; যেমন: বাঘ, চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক, হাতি, বানর, শৃগাল, কাঠবিড়াল, নকুল জাতীয় ছোট জন্তু, বেজী এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তু;

(৬) তীক্ষ্ম নখরযুক্ত পাখি বা ঐ সকল পাখি যাহা তীক্ষ্ণ দাঁত দ্বারা ও ছোঁ মারিয়া খাদ্যবস্তু ধরে বা গ্রহণ করে; যেমন : বাজপাখী, ঈগল, ফ্যালকন, শকুন, কাক, দাঁড়কাক, চিল, কাঠঠোকরা এবং এই ধরণের অন্যান্য প্রাণি;

(৭) বিষধর প্রাণি ও ইসলামী শরীয়তে যেই সকল প্রাণি হত্যা জায়েজ করা হইয়াছে; যেমন : সাপ, ইঁদুর, বিচ্ছু, বৃশ্চিক, ভীমরুল, বোলতা এবং এই ধরণের অন্যান্য প্রাণি;

(৮) পিঁপড়া, মৌমাছি এবং এই ধরণের অন্যান্য পতঙ্গ;

(৯) ঐ সকল প্রাণি যাহা দেখিতে কুৎসিত যেমন:টিকটিকি, শামুক, কীট, পোকা-মাকড় ও তাহাদের লাভা এবং এই জাতীয় প্রাণি;

(১০) ঐ সকল প্রাণি যাহা অত্যন্ত বিরক্তিকর; যেমন: উঁকুন, মাছি, পোকার শুককীট বা এই ধরণের অন্যান্য প্রাণি;

(১১) সকল প্রকার উভচর প্রাণি; যেমন : ব্যাঙ, কুমির এবং এই ধরণের অন্যান্য প্রাণি;

(১২) গাধা ও খচ্চর, শ্বাসরোধ করে হত্যাকৃত প্রাণি, উঁচুস্থান হইতে পড়িয়া মরিয়া যাওয়া প্রাণি, আঘাতে মৃত প্রাণি ও শিকারী প্রাণির আক্রমনে মৃত প্রাণি;

(১৩) জলজ প্রাণি, যেমন-হাঙ্গর, তিমি, শুশুক বা এ ধরনের প্রাণি;

(১৪) বিষাক্ত ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সকল জলজ প্রাণি;

(১৫) সকল প্রকার রক্ত ও রক্ত দ্বারা প্রস্তুতকৃত দ্রব্য;

(১৬) মানব শরীরের যে কোন অঙ্গ খাবার হিসেবে গ্রহণ;

(১৭) গৃহপালিত হালাল প্রাণিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বা ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্ষতিকর বা হারাম খাবার খাওয়াইলে সেই প্রাণি;

(১৮) সকল প্রাণির মলমূত্র, গর্ভফুল, বমি, পূজ, শুক্রানু, ডিম্বানু, প্রাণি বা মানুষের প্রাকৃতিক ছিদ্রপথ দিয়ে নির্গত যেকোন তরল বা শক্ত উপাদান;

৪। **যবেহকরণের হালাল পদ্ধতি**—হালাল পদ্ধতিতে যবাইয়ের জন্য নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অবশ্যই পালন করিতে হইবে :

(১) যবাইয়ের পশু-পাখি অবশ্যই হালাল হইতে হইবে। যেমন-গরু, ছাগল, ভেঁড়া, উট, দুম্বা, মহিষ, মুরগি, হাঁস, কোয়েল ও কবুতর ইত্যাদি।

(২) যবাইয়ের সময় পশুর শ্বাসনালী, খাদ্যনালী, জগুলার ভেইন এবং ক্যারোটিড আর্টারী অবশ্যই কাটিতে হইবে।

(৩) যবাইয়ের ছুরি অবশ্যই তীক্ষ্ণ ধারালো হইতে হইবে এবং যবাইয়ের উপকরণ হিসাবে হাঁড়, নখ অথবা দাঁত ব্যবহার করা যাইবে না।

(৪) যবাইয়ের সময় পশু সুস্থ্য হইতে হইবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যবাইয়ের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

(৫) উচ্চস্বরে ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ বলিয়া যবাই করিতে হইবে।

(৬) যবাইয়ের পূর্বে পশুকে আরামদায়ক স্থানে পর্যাপ্ত হালাল খাদ্য ও পানীয়সহ রাখিতে হইবে। পশুকে কোন অবস্থাতেই উত্তেজিত করা যাইবে না। যবাইয়ের পূর্বে পশুকে ছড়ি দিয়া মারা বা ইলেকট্রিক শক দিয়া তড়িতাহত করা যাইবে না।

(৭) পশু/পাখি যবাইয়ের পূর্বে বেহুঁশ না করাই উত্তম। কিন্তু এই ক্ষেত্রে পশু বা পাখিকে অবশ্যই মানবিকভাবে ধরিয়া রাখিতে হইবে।

(৮) যবাইকারীকে একজন পূর্ণ বয়স্ক, পূর্ণ বোধসম্পন্ন মুসলমান এবং যবাই কাজে অভিজ্ঞ হইতে হইবে।

৫। হালাল সনদ ও লোগো ইস্যু—(১) বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রযোজ্যক্ষেত্রে ‘হালাল সনদ ও লোগো’ প্রদান করিবে।

(২) প্রযোজ্যক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণে সম্পৃক্ত সরকারের অপরাপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রত্যয়নপত্র থাকা সাপেক্ষে বা প্রাপ্তির পর হালাল সনদ ও লোগো ইস্যু করা হইবে।

(৩) হালাল সনদ ফি জমা প্রদানের পর হালাল সনদ ইস্যু করা হইবে।

(৪) হালাল সনদের মেয়াদ হইবে এক বৎসর, ক্ষেত্র বিশেষে এই মেয়াদ কারখানার মান অনুযায়ী দুই/তিন বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইবে। মেয়াদ শেষে পুনরায় অডিট বা পুনঃপরিদর্শনপূর্বক সনদ নবায়ন করিতে হইবে। নবায়ণের জন্য পূর্বের সনদের কপিসহ আবেদন করিতে হইবে।

(৫) হালাল সনদের মেয়াদকালীন হালাল খাদ্য, পণ্য উৎপাদন/ বাজারজাতকরণ/ পরিবেশনের নীতিমালা অনুসরণ করা হইতেছে কিনা তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য আকস্মিক পরিদর্শন/ ভেরিফিকেশন/পর্যালোচনা এইসব অব্যাহত রাখিতে হইবে। প্রতি বৎসর কমপক্ষে একবার হইলেও কারখানা পরিদর্শন করিতে হইবে।

৬। প্রক্রিয়াজাতকরণ ও হ্যান্ডলিং—(১) খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধন সামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যালস উৎপাদনে ও মোড়কজাতকরণে এমন কোন কাঁচামাল, উপাদান, উপকরণ, এডিটিভস ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইবে না যাহা শরীয়াহ্-এর দৃষ্টিতে হালাল নহে।

(২) খাদ্য অথবা উহার উপাদান স্বাস্থ্য সম্মত হইতে হইবে।

(৩) প্রক্রিয়াকরণে এমন উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও সুবিধাদির ব্যবহার করিয়া প্রস্তুত, প্রক্রিয়াকরণ ও তৈরিকরণের কাজ করিতে হইবে, যাহা নাজাস বা নাপাকির সংস্পর্শ বা সংমিশ্রণ হইতে মুক্ত।

(৪) পণ্য-দ্রব্য Good Manufacturing Practice-এ তৈরি এবং Standard Sanitation Operating Procedure অনুসরণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৫) খাদ্য প্রস্তুতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেটজাত, সংরক্ষণ অথবা পরিবহনকালে হারাম বস্তু হইতে আলাদা থাকিবে। যেই সকল খাদ্য শরীয়াহ্ অনুযায়ী হারাম হিসাবে পরিগণিত, উহার সাথে হালাল খাদ্য ও ভোগ্যপণ্য রাখা যাইবে না।

(৬) পশু যবাই ও মাংস প্রক্রিয়াকরণ এই নীতিমালার অধীনে হালাল পদ্ধতিতে হইতে হইবে এবং মাংস প্রক্রিয়াজাত করিবার সময় কোনভাবে হারাম কোন দ্রব্য বা উপকরণ যুক্ত করা যাইবে না। এই জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা মানসম্পন্ন হওয়ার জন্য পরীক্ষা করিতে হইবে। হালাল নীতিমালার ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ কারখানার ‘হালাল অবস্থান (Halal Status)’ সম্পর্কে নিশ্চিত করিবেন।

(৭) মাংসের মান-পশু যবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১১ এবং উহার অধীন বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৭। **ফার্মাসিউটিক্যালস**—(১) ঔষধের ক্ষেত্রে উহার উপাদান বিশ্লেষণপূর্বক কেবলমাত্র হালাল ও ঝুঁকিবিহীন হইলে, হালাল হিসেবে উহা অনুমোদন করা যাইবে।

(২) ফার্মাসিউটিক্যালস-এর আওতায় হারবাল, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ঔষধও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) উপাদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কেমিস্ট বা বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান যেমন-ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, বিসিএসআইআর, বুয়েট, পরমাণু শক্তি কমিশন এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (যদি থাকে) বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) জীবন রক্ষাকারী ঔষধ হইলে এবং উহা পরিশোধিত আকারে পরিবেশিত হইলে, উহা হালাল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) যদি কোন ঔষধের মধ্যে এমন কোন উপাদান থাকে-যাহা হালাল নহে, তবে উহা বিকল্পহীন জীবন রক্ষাকারী ঔষধ হিসাবে গণ্য হইলে উৎপাদন করা যাইবে। তবে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ/জরুরী অবস্থা ব্যতিরেকে সেবন করা যাইবে না বলিয়া প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৬) ঔষধের বাহন হিসাবে বা গুণগত মান ঠিক রাখিবার জন্য সর্ব্বোচ্চ ০.৫% অ্যালকোহল ব্যবহার করা যাইবে।

৮। **কসমেটিকস**—(১) কসমেটিকস যেমন-সাবান, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, স্প্রে ইত্যাদি সকল পণ্যের বিষয়ে ঔষধের মতই বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের উপাদান বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদনের আলোকে কেবলমাত্র হালাল উপাদান সমৃদ্ধ হইলে হালাল সার্টিফিকেট ও লোগো প্রদান করা যাইবে।

(২) হারাম প্রাণীর চর্বি বা শরীরের অন্য কোন অংশ গ্রহণযোগ্য নহে। বিদেশে উৎপাদিত দ্রব্যাদি হালাল উপায়ে উৎপাদন সম্পন্ন করা হইয়াছে এইরূপ প্রত্যয়নপত্র থাকিতে হইবে। দেশী-বিদেশী পণ্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) স্বাস্থ্য হানিকর কোন কসমেটিকস দ্রব্যাদি হালাল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৯। **হালাল দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত উপকরণ**—ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে কোন হারাম বস্তু বা হারাম পশুর শরীরের কোন অংশ বা তাহা দ্বারা প্রস্তুত কোন উপকরণ ব্যবহার করা যাইবে না। যেমন-শুকরের পশম দ্বারা তৈরী কোন পরিষ্কারক বা ঝাড়ু বা অনুরূপ কিছু ব্যবহার করা যাইবে না। যেই সকল পাত্র বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া হারাম পণ্য প্রস্তুত হইয়াছে সেই সকল পাত্র বা যন্ত্রপাতি দ্বারা হালাল পণ্য উৎপাদন করা যাইবে না। রপ্তানীর ক্ষেত্রে পণ্যের উৎপাদন, হ্যান্ডলিং, প্যাকিং, বাজারজাতকরণ এবং আমদানি ও রপ্তানির যাবতীয় প্রক্রিয়ায় ISO-9001, ISO-22000, BSTI-এর জাতীয় মানসমূহ, The Pure Food Ordinance, 2013, The Slaughter Act, 2011/ সিটি কর্পোরেশন-এর বিধিবিধান ও WTO এবং OIC/SMIIC-02-2019, SMIIC-24-2020 ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার প্রয়োজনীয় সকল চাহিদা পূরণ করিয়া রপ্তানি করিতে হইবে। অথবা আমদানীকারী দেশের চাহিদা মোতাবেক পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করিতে হইবে।

১০। হালাল সনদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব—(১) পণ্যের হালাল মান পরীক্ষাকরণ ও সার্টিফিকেশন কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করা;

(২) পণ্যের হালাল মান পরীক্ষাকরণ ও সার্টিফিকেশন সংক্রান্ত Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন ও পরিপালন করা;

(৩) হালাল সনদ প্রদান সংক্রান্ত সেবা প্রদান ও গ্রহণের রীতি-পদ্ধতি, আবেদন প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নির্ধারণ করা;

(৪) পণ্যের হালাল মান পরীক্ষাকরণ ও সার্টিফিকেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও সুবিধাদি নিশ্চিত করা;

(৫) পণ্যের হালাল মান পরীক্ষাকরণ ও সার্টিফিকেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানদন্ড বাস্তবায়ন করা;

(৬) সনদ প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃজন ও দক্ষতা উন্নয়ন করা;

(৭) সনদ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনার সম্ভাব্য ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি অনুসরণ করা;

(৮) হালাল মান পরীক্ষান্তে প্রাপ্ত ফলাফল ও প্রতিবেদন প্রদান করা;

(৯) যথাসময়ে হালাল সনদ ফি জমা প্রদানের জন্য আবেদনকারীকে অবহিত করা এবং

(১০) হালাল মান পরীক্ষান্তে সার্টিফিকেট প্রদান করা;

১১। হালাল সনদ গ্রহণকারীর দায়িত্ব—(১) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হালাল মান পরীক্ষাকরণ ও সার্টিফিকেশন বিভাগ-এর নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক হালাল সনদ গ্রহণ করা;

(২) সনদ গ্রহণকারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক নির্ধারিত ল্যাবে হালাল মান পরীক্ষাকরণ করিবে ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করিবে;

(৩) হালাল মান পরীক্ষা করা ও সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিতে হইবে;

(৪) হালাল মান পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল, প্রতিবেদন ও অন্যান্য তথ্যাদির সুরক্ষা নিশ্চিত করিতে হইবে;

১২। উপাদান বিশ্লেষণ—উপাদান বিশ্লেষণ কাজে প্রযোজ্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেমন- বিসিএসআইআর (BCSIR), বিএসটিআই (BSTI), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্য মতামত পাইবার পর হালাল সনদ ও লোগো প্রদান করা হইবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন নিজস্ব হালাল ল্যাবে উপাদান বিশ্লেষণ করিতে পারিবে।

১৩। যবাই**খানা/কারখানা/শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন**—হালাল সনদের জন্য আবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পরিদর্শন কমিটি যবাইখানা/কারখানা/শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিবে। পরিদর্শনকালে যেই সকল বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহা নিম্নরূপ:

(১) মানসম্মত স্থাপনাসমূহ

(২) সন্তোষজনক পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা

(৩) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা

(৪) ব্যবহৃত উপকরণ ও অন্যান্য দ্রব্যাদির মান

(৫) মানসম্মত রক্ষণাবেক্ষণ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি

(৬) পণ্য উৎপাদন এলাকার স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ

(৭) যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

(৮) প্যাকেটের গায়ের লেখা/কোড, উৎপাদন ও ব্যবহারের মেয়াদ এবং

(৯) কর্মীদের মানসম্মত ইউনিফর্ম।

১৩.১ পরিদর্শন—(১) হালাল সনদ বা লোগোর জন্য কোন আবেদনকারী আবেদন দাখিল করিলে পরিদর্শন কমিটি সরেজমিন যবাইখানা/কারখানা, কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামাল এবং অন্যান্য উপকরণ, উপকরণ সংগ্রহের রেকর্ড পত্রাদি, মজুদাগার ইত্যাদি পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং উক্ত পরিদর্শনকালে যবাইখানা/কারখানার কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) পরিদর্শনকারী কমিটি পরিদর্শনকালে হারাম-হালাল পণ্যের উপস্থিতি পরীক্ষার জন্য দ্রব্য বা উৎপাদন উপকরণের নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবে। এইরূপ সংগৃহীত নমুনা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দেশে বিদ্যমান যে কোন প্রতিষ্ঠিত ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৩) পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া হালাল সনদ প্রদানের বিষয়টি কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিবে।

(৪) সরেজমিন চাক্ষুসভাবে দেখিয়া হালাল বা হারাম পণ্য হিসাবে মতামত প্রদানে সক্ষম হইলে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করিতে পারিবে।

১৩.২ পরিদর্শণের আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়—(১) বিদেশী কোন পণ্য বাংলাদেশে আমদানী করা হইলে সেক্ষেত্রে উৎপাদিত উপাদান হালাল মর্মে উৎপাদনকারী দেশের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হালাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র যাচাই;

(২) হালাল পদ্ধতিতে উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, হ্যান্ডলিং এবং বিতরণ ব্যবস্থা;

(৩) খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধন সামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যালস উৎপাদন-উপকরণ ও প্রক্রিয়া;

(৪) স্বাস্থ্যসম্মত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পয়ঃনিষ্কাশন এবং খাদ্য সরবরাহ;

(৫) হালাল উপায়ে প্যাকেজিং এবং লেবেলিং;

(৬) যবাইখানা/কারখানা/শিল্প প্রতিষ্ঠানের তদারকী ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা;

(৭) যথাযথ স্বাস্থ্য বিধির অনুসরণ;

১৪। **পরিদর্শনের সাধারণ নীতিমালা—(১)** প্রযোজ্যক্ষেত্রে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত পণ্য/দ্রব্যাদি এর হালাল বিষয়ে সেই দেশ (রপ্তানীকারক)-এর হালাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হালাল মর্মে অনুমোদিত হইতে হইবে। অনুরূপভাবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রেও ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত হালাল সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) গবাদী পশু ও পাখি যবাই এর ক্ষেত্রে সুস্থ, সবল পশু ও পাখি যবাই এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশে যবাইয়ের বিষয়টি ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তদারকী ও প্রত্যয়ন করিবে। এই সব পশু ও পাখি যবাই-এর ক্ষেত্রে পশু যবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১১ এবং ইহার অধীন বিধি দ্বারা Antimortem And Postmortem Inspection একজন রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান সম্পাদন ও প্রত্যয়ন করিবেন।

(৩) পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়া ও জবাই প্রক্রিয়া নিয়মিতভাবে সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের রেজিস্ট্রিকৃত ধর্মীয় শিক্ষায় ন্যূনতম কামিল/দাওরা পাশ একজন আলেম যবাইখানা/কারখানা কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করিতে হইবে।

(৪) খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধন সামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যালস-এর সার্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে The Pure Food Ordinance, 2013, BSTI-এর **মানসমূহ.** The Slaughter Act, 2011, মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রন) আইন-২০২০ এবং দেশের প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে BSTI **কর্তৃক প্রণীত জাতীয় মান না থাকিলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মান অনুসরণ করা যাইবে, তবে তাহা হালাল সনদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহিত হইতে হইবে।**

(৫) ঔষধ ও কসমেটিকস-এর ক্ষেত্রে কাঁচামাল থেকে শুরু করে উৎপাদনের সকল পর্যায় এবং প্যাকিং ও বাজারজাতকরণ বা রপ্তানী প্রক্রিয়া পর্যন্ত এবং আমদানীর ক্ষেত্রেও সকল স্তরে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ কর্তৃক নিরীক্ষান্তে অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৬) সংরক্ষণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করিতে হইবে এবং প্যাকেটে উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদকাল আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৭) সনদ প্রাপ্তির পর পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নীতিমালার কোন বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইলে এবং এতদবিষয়ে উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারিলে সনদ পুনর্বিবেচনা/স্থগিত/প্রত্যাহার করিবার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করিবে।

(৮) সরকারের অনুমোদন ব্যতিত অবৈধভাবে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হালাল সার্টিফিকেট প্রদান করিলে তাহার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৯) হালাল কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী, পরিদর্শক, উৎপাদন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জন্য আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রশিক্ষণ মডিউলসহ সকল ডকুমেন্ট প্রস্তুত করিতে হইবে।

(১০) হালাল সনদ সংক্রান্ত আয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন তহবিলে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৫। হালাল সনদ প্রদান প্রক্রিয়া—(১) যেই পণ্যের হালাল সনদ প্রয়োজন সেই পণ্যের ধরণ অনুযায়ী ইহার উপাদান, উপকরণাদির বিবরণ এবং বর্তমান অবস্থা উল্লেখপূর্বক উপাদানসমূহের বিপরীতে (আমদানীকৃত হইলে) উৎপাদনকারী দেশের হালাল সার্টিফিকেশন বডি/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত হালাল সনদসহ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্র দাখিলের পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে পরিদর্শন কমিটি পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে।

১৫.১ পরিদর্শন কমিটি—সরেজমিন পরিদর্শনের নিমিত্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত নিম্নরূপ কমিটি থাকিবে:

(১)	একজন মুফতি/মুফাসসির/মুহাদ্দিস	**আহবায়ক**
(২)	দ্রব্য সামগ্রীর প্রকৃতি অনুযায়ী এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ	সদস্য
(৩)	হালাল সনদ বিভাগের উপ-পরিচালক/ডেস্ক অফিসার বা অত্র বিভাগের প্রথম শ্রেণির কর্মকতা	সদস্য-সচিব

১৫.২ পরিদর্শন কমিটির কার্যপরিধি—(১) সরেজমিন পরিদর্শনকালে যবাই কার্যক্রম, ডকুমেন্ট যাচাই-বাছাই করা, উৎপাদন প্রক্রিয়া দেখা এবং পণ্যের সঞ্চালন, সংরক্ষণ, পরিবহণ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও সংরক্ষণ পদ্ধতি পর্যালোচনাসহ পুরো কারখানা এলাকা পরিদর্শন করিতে হইবে।

(২) ক্ষেত্রভেদে পণ্যের উপাদান বিশ্লেষণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেমন: বি সি এস আই আর, বি এস টি আই, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মতামত ও প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) প্রয়োজনে একাধিক কমিটি গঠন করা যাইবে অথবা কোন সদস্য কো-অপ্ট করা যাইবে।

(৪) হালাল সনদের জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধের হালনাগাদ প্রত্যয়নপত্র যাচাই করিবে।

(৫) কোনরূপ বিলম্ব না করিয়া পরিদর্শন কমিটি হালাল সনদ ইস্যুর বিষয়ে মতামত/সুপারিশসহ প্রতিবেদন হালাল সনদ কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে।

১৫.৩ কমিটি—হালাল সনদ ও লোগো ইস্যুর জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস কর্তৃক অনুমোদিত একটি কমিটি থাকিবে। কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে:

(১)	মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	-	**সভাপতি**
(২)	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপ-সচিবের নিচে নহে)	-	সদস্য
(৩)	বিসিএসআইআর-এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালকের নিচে নহে)	-	সদস্য
(৪)	ইসলামিক ফাউন্ডেশনে কর্মরত মুফতি, মুফাসসির, মুহাদ্দিস	-	সদস্য
(৫)	আইটেম সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ (আইটেমের প্রকৃতি ও ধরণ অনুযায়ী)	-	সদস্য
(৬)	পরিচালক, হালাল সনদ বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	-	**সদস্য-সচিব**

১৫.৪ কমিটির কার্যপরিধি—(১) পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদন, মতামত বা সুপারিশ পর্যালোচনা করিবে।

(২) আইন/নীতিমালার ধারা/উপধারা বিশ্লেষণপূর্বক হালাল সনদ ও লোগো ইস্যুর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৩) কমিটির পক্ষে মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বা তৎকর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হালাল সনদ ও লোগো ইস্যু করিবে। কোন কারণে কমিটির সভা আহবান করিতে বিলম্ব হইলে সেক্ষেত্রে মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিদর্শন রিপোর্ট ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র প্রাপ্তির পর হালাল সনদ ও লোগো প্রদান করিতে পারিবেন, তবে পরবর্তী সভায় তাহা উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৪) কমিটি প্রয়োজন মনে করিলে এক বা একাধিক সদস্যকে কমিটিতে কো-অপট করিতে পারিবে।

(৫) ইহা একটি টেকনিক্যাল কমিটি বিধায় কমিটির সকল সদস্য সরকার নির্ধারিত সিটিং এলাউন্স প্রাপ্য হইবেন।

(৬) কোন ক্ষেত্রে কমিটি হালাল সনদ ইস্যুর বিষয়ে সুপারিশ না করিলে তাহার কারণ উল্লেখপূর্বক ১৫ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

(৭) হালাল সনদ নীতিমালার কোন ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থাকিলে সেই ক্ষেত্রে কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৮) সনদ ইস্যুর পর মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষ বা কমিটির সদস্য আকস্মিক পরিদর্শন করিতে পারিবে।

১৬। ফি'র পরিমাণ—কর্তৃপক্ষ হালাল সনদ প্রদান এবং হালাল লোগো ব্যবহারের জন্য আবেদনকারীর নিকট মেয়াদ ভিত্তিক কারখানা/ যবাইখানা-এর ফি নির্ধারণ ও আদায় করিতে পারিবে। কারখানার আকারের ভিত্তিতে বার্ষিক ন্যূনতম ফি'র পরিমাণ নিম্নরূপ নির্ধারণ করা যাইতে পারে। তবে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(১) কারখানার ক্ষেত্রে

ছোট আকারের কারখানা (১-৫ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ)	মাঝারী আকারের কারখানা (৫ কোটির উর্ধ্ব হইতে ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ)	বড় কারখানা(৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বের বিনিয়োগ)
টা: ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার)	টা: ১০,০০০/- (দশ হাজার)	টা: ২০,০০০/- (বিশ হাজার)

(২) যবাইখানার ক্ষেত্রে

ছোট আকারের (১-৫ টন পর্যন্ত বীফ/চিকেন)	মাঝারী আকারের (৫ টনের উর্ধ্ব হইতে-১০ টন পর্যন্ত বীফ/চিকেন)	বড় আকারের (১০ টনের উর্ধ্বে বীফ/চিকেন)
টা: ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার)	টা: ১০,০০০/- (দশ হাজার)	টা: ২০,০০০/- (বিশ হাজার)

(৩) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দেশী হোটেল/রেস্টুরেন্ট

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ হোটেল (দেশী)	হোটেল (আন্তর্জাতিক)
টা: ১,০০০/- (এক হাজার) প্রতি ইউনিট রান্নার জন্য	টা: ২,০০০/- (দুই হাজার) প্রতি ইউনিট রান্নার জন্য

(৪) হালাল খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধনসামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যালসসহ অন্যান্য উপযুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে লোগো ও সনদ প্রদান বাবদ ফ্যাক্টরী মূল্যের উপর শতকরা ০.০৫(প্রতি একশত টাকায় ০.০৫ পয়সা) টাকা এবং সনদ নবায়নের জন্য শতকরা ০.০৪(প্রতি একশত টাকার জন্য ০.০৪ পয়সা) টাকা হারে মার্কিং ফি এবং নতুন সনদের জন্য আবেদন ফি ১০০০/-(এক হাজার) টাকা ও নবায়ণের আবেদন ফি ৫০০/-(পাঁচ শত) টাকা নির্ধারণ করা হইল। তবে কর্তৃপক্ষ বাস্তবতার নিরিখে এই ফি হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারিবে। এই বিষয়ে পণ্যের প্রকৃতি ও ধরণ অনুযায়ী ফি-এর হার উল্লেখপূর্বক একটি সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করিতে হইবে।

(৫) ফি এর সাথে সরকারী বিধি মোতাবেক ভ্যাট প্রযোজ্য হইবে।

১৭। বিবিধ—(১) হালাল সনদ ও লোগো প্রদানের পরেও কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে অথবা কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইলে অথবা আদালতের নির্দেশে হালাল খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধনসামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যালস প্রস্তুত, প্যাকেটজাতকরণ, পরিবহন ও সংরক্ষণ হালাল উপায়ে হওয়ার বিষয়টি পুনঃপরীক্ষা/নীরিক্ষা করিতে পারিবে।

(২) অত্র নীতিমালায় কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হইলে অথবা কোন বিষয় সংযোজন /সংশোধন করিবার প্রয়োজন হইলে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ইসলামিক ফাউন্ডেশন তাহা স্পষ্টকরণ ও সংযোজন/সংশোধন করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।

(৩) ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আধুনিক ও মানসম্মত ল্যাবরেটরী বা পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) ইসলামিক ফাউন্ডেশন পণ্যের উপাদান পরীক্ষা ও মান যাচাই-এর স্বার্থে কারিগরী সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যথা: বিসিএসআইআর, বিএসটিআই, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU স্বাক্ষর করিতে পারিবে।

(৫) আন্তর্জাতিক হালাল এক্রিডিটেশন কাউন্সিল/ফোরামের সদস্য পদ গ্রহণসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক হালাল সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে MoU করিতে হইবে এবং আন্তর্জাতিক সনদ ও স্বীকৃতি প্রাপ্তির কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। হালাল সনদ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত জনবল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) হালাল পণ্যের উপর বেশি বেশি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা ও হালাল বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যুক্ত হইয়া সক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৭) বাংলাদেশে অবস্থিত দূতাবাসসমূহে কর্মরত বিদেশী কূটনৈতিক এবং বৈদেশিক সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ কূটনৈতিক সুবিধা-এর আওতায় আমদানীকৃত কোন পণ্যের জন্য প্রয়োজন মনে করিলে অত্র নীতিমালা অনুযায়ী হালাল সনদ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৮) হালাল ব্যবসা ও বিপণনকে আরো জনপ্রিয় করিয়া তোলা, বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ, বইপত্র প্রকাশ, সভা-সেমিনার, ওয়ার্কশপ, হালাল পণ্যের মেলা ও মতবিনিময় সভার আয়োজনের আবশ্যকতা রহিয়াছে। ইনস্টিটিউট, ল্যাব স্থাপন ও আনুষঙ্গিক বিষয় হালাল সেক্টর-এর বিকাশ ও সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করিবে। এই সেক্টরের জন্য ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞসহ কারিগরী বিষয়ে দক্ষ জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

তফসিল-১

আবেদন ফরম

Islamic Foundation
(Founder : Father of the Nation
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman)
Ministry of Religious Affairs
Department of Halal Certification
Plot: E-4/A, Block: Civic Sector, Section:
Agargaon. Sher-E- Bangla Nagar, Dhaka-1207.
Phone: 02-222218298; 02-222218299
Email:dg_if@yahoo.com

Application for Halal Certificate

To

The Director General

Islamic Foundation

Agargaon, Sher-E- Bangla Nagar, Dhaka-1207.

I have submitted the necessary documents and information for kind consideration regarding issuance of Halal Certificate and Logo (new/renewal) in favor of manufactured goods:

1. Company/Business Name :
   ....
2. Registration No:..Registered by..........................
3. List of Products/Brands (use Annexure I)
4. i. Registered Office Address : ....
   ii. Tel/Cell:..iii.Website.....................
   iv. E-Mail...
5. Factory Address:..
6. i. Correspondence Person.............................ii. Designation.......................
   iii. Address...
   vi. Tel/Cell :..v. E-mail : ....
7. Describe a brief history of supply chain of Ingredients/Raw Materials :

....

....

....

I/We declare that all particulars stated above, together with the necessary documents attached, are true to the best of my knowledge and that no relevant information has been willfully suppressed or withheld. All the ingredients/raw materials are mentioned truly in the application/ annexure (being used in the formulation). I/We also undertake that any change in the formulation hereafter will be duly informed to the Halal Certification Department of Islamic Foundation (HCDIF).

Applicant's Name : ....

Designation : ....

Signature: ....

Company Seal & Stamp : ....

Date : ....

Annexure I
List of Products/Brands

No	Product Name	Brand Name	Description	Ingredients
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

Kindly ensure prior facilitation on the following items:

1. A. Brief Company Profile,
   B. A copy of valid trade license,
   C. VAT & TIN Certificate,
   D. Product & Ingrediants list,
   E. Product Process Flow Chart,
   F. Certificate from the Directorate of Environment (where applicable),

G. Certificate of standard/ DLS/DGDA(where applicable),

H. Heavy Metal/Another Essential Lab Test Report(Where Applicable),

I. Microbial Test Report(Where Applicable),

J. PCR (Pork) Test Report (Where Applicable),

k. Water Test Report (Where Applicable),

L. Halal Certificates For All Ingredients(Where Applicable),

M. FFA. Acid value Test Report(Where Applicable),

N. GMP. GHP. Certificates (Where Applicable),

O. Premises' Authenticity Certificates (Where Applicable),

P. Analysis Report ,COA And MSDS of Chemical/Enzymes/Food Additives,

Q. Health Certificate of the Workers (handlers),

R. Transporting Record,

S. Third Party Pest Control Certificates(Where Applicable),

T. Wastage Record of Factory,

U. CIP Record of Machineries,

V. Cleaning Record of Factory,

W. Any other relevant information which will be useful for certification processing.

2. Application form will only be accepted when fully completed and duly singned by the proprietor/director or authorized representative. Failure to adhere to the above guidelines may delay the processing of application.

3. 100% certification fee will be charged in advance before the issuance of Halal Certificate.

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের
বোর্ড অব গভর্ণরসের অনুমোদনক্রমে

ড.মহাঃ বশিরুল আলম
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

পবিত্র কুরআন মজীদ মানব জাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। কুরআনুল কারীম ও বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে মানুষের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা রহিয়াছে। পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, 'হে মানুষ! পৃথিবীতে যাহা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রহিয়াছে তাহা হইতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৬৮)। পবিত্র কুরআন-হাদীছে সকল মানব জাতির জন্য হালাল বস্তু গ্রহণ ও হারাম হইতে বিরত থাকিতে আহবান জানানো হইয়াছে এবং ইহাকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠালগ্নে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে হালাল সনদ ও লোগো প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে হালাল খাদ্য উৎপাদন, গ্রহণ ও বিপণনের বিষয়টি মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। যে কারণে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে হালাল পণ্য উৎপাদন ও দেশী-বিদেশী বাজারে বিপণন জরুরী। কুরআন ও হাদীছের বিধানমতে হালাল সনদ ইস্যুর বিষয়ে ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে বিধায় হালাল সনদ ইস্যুর জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ।

তাছাড়া দেশের মানুষের জন্য হালাল খাদ্য দ্রব্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধনসামগ্রী, ঔষধ ইত্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করা; মানসম্মত পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা; হালাল পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করা; হালাল সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হালাল পণ্যের রপ্তানি ত্বরান্বিত করা; হালাল পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখা; এই সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন এবং হালাল পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উন্নীত হওয়া আবশ্যক।

মু: আ: হামিদ জমাদ্দার
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ড.মহাঃ বশিরুল আলম
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd